নকিয়া ৬৩০০ ফোরজি বাজারে

ফিচার ফোনে ‘স্মার্ট অভিজ্ঞতা’ দিতে বাংলাদেশের বাজারে ‘নকিয়া ৬৩০০ ফোরজি’ অবমুক্ত করছে এইচএমডি গ্লোবাল ওওয়াই। একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুবিধা নিয়ে শিগগিরই নকিয়া ২২৫ ফোরজি বাজারে আনার ঘোষণাও দিয়েছে কম্পানিটি।

নকিয়া ৬৩০০ ফোরজিতে পাওয়া যাবে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইউটিউব, গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ম্যাপ সেবার মতো সুবিধা। এর দাম পাঁচ হাজার ২৯৯ টাকা। আর নকিয়া ২২৫ ফোরজি ফোন পাওয়া যাবে চার হাজার ১৯৯ টাকায়।

গুগলে ছবি রাখলে দিতে হবে টাকা

ছবি রাখার নির্ভরযোগ্য গুগল ফটোজ ব্যবহারকারীদের জন্য দুঃসংবাদ। স্মার্টফোনে বেশি জায়গা না থাকলে সহজেই সেখানে ছবি রেখে দেয়া যায়। তবে বিনামূল্যে আনলিমিটেড ছবি ব্যাকআপের সুবিধা তুলে নিচ্ছে গুগল।

প্রযুক্তিবিষয়ক সাইট দ্য ভার্জ জানায়, আগামী বছরের জুনের শুরুতে এ নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে টেক জায়ান্টটি। তবে সুখবর হচ্ছে, ২০২১ সালের ১ জুনের আগ পর্যন্ত বিনামূল্যে যত ইচ্ছা ছবি রাখা যাবে গুগল ফটোজে। এই সময়ের আগে ব্যবহারকারীরা অন্যত্র ছবি সরিয়ে নেয়ারও সুযোগ পাবেন।

এসময় থেকে উচ্চমানসম্পন্ন সব ছবি ও ভিডিও ব্যাকআপ ১৫ জিবি স্টোরেজের মধ্যেই ধরা হবে। এর বাইরে ছবি ও ভিডিও ব্যাকআপ রাখতে আলাদা স্টোরেজ বা জায়গা কিনতে হবে। গুগল ড্রাইভ ও জিমেইলে তথ্য রাখার ক্ষেত্রে এভাবেই হিসাব করা হয়।

বিষয়টি জানিয়ে ই-মেইল ব্যবহারকারী সবার কাছে আনুষ্ঠানিক মেইল পাঠাতে শুরু করেছে গুগল। গুগল ওয়ান নামক সেবা থেকে ছবি রাখার স্টোরেজ কিনতে পারবে ব্যবহারকারীরা। প্রযুক্তি বিশ্লেষকেরা মনে

করছেন, গুগল ওয়ান নামের সেবার সাবসক্রিপশন বাড়াতেই এ পদক্ষেপ।

বড় পরিবর্তন আসছে মেসেঞ্জারে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মেসেঞ্জারে বড় পরিবর্তন আসছে। মেসেঞ্জারে ফরোয়ার্ডের সুযোগ সীমাবদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ।

ফেসবুক জানিয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের মতো একসঙ্গে পাঁচজনের বেশি বন্ধুকে কোনো কনটেন্ট সেন্ড করা যাবে না।

করোনা পরিস্থিতিতে ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ভুয়া তথ্যের ছড়াছড়ি না ঠেকাতে পারার অভিযোগ এনেছে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এমন সময়ে মার্ক জাকারবার্গের কোম্পানি নতুন নীতিমালার কথা জানালো।

ফেসবুকের মুখপাত্র জেই সুলভিয়ান ব্লগ পোস্টে এ বিষয়ে বলেছেন, ‘ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভুল তথ্যের কারণে তারা যেন বিভ্রান্ত না হন, সেটি আমরা সব সময় নিশ্চিত করতে চাই।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

যে কারণে ভারতে তোপের মুখে ফেসবুক

ভারতে ফেসবুক কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাত দেখাচ্ছে এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণায় সহায়তা করছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সেজন্যে ফেসবুকের শীর্ষ নির্বাহীদের বুধবার এক

পার্লামেন্টারি কমিটির সামনে এসে তার জবাবদিহি করতে হচ্ছে।

ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ঘৃণা এবং বিদ্বেষমূলক প্রচারণার বিষয়ে ফেসবুকের নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে গেলেও ফেসবুক বিজেপির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।

তবে ভারতে ফেসবুকের বিরুদ্ধে বিজেপি পাল্টা অভিযোগ করে বলছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি ফেসবুক পক্ষপাত দেখাচ্ছে। ফেসবুক দুই তরফ থেকে আসা অভিযোগই অস্বীকার করেছে।

এই অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগের মধ্যে পড়ে ভারতে ফেসবুক বেশ বিপাকে আছে । ভারতে ফেসবুকের ব্যবহারকারী প্রায় ৩০ কোটি। তাদের মালিকানাধীন হোয়াটসঅ্যাপের ব্যবহারকারী আরও বেশি, ৪০ কোটি। কাজেই বলা যেতে পারে এই সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানির জন্য ভারত হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাজার।

ফেসবুকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কথা প্রথম ফাঁস হয় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে। তবে ফেসবুক দাবি করছে, তারা তাদের প্ল্যাটফর্মে ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রচারের কোন সুযোগ দেয় না।

বিবিসিকে এক ইমেইলে ফেসবুক এ প্রসঙ্গে জানিয়েছে, “যে ধরণের কথা ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ায় বা সহিংসতায় উস্কানি দেয়, আমরা সেসব কথা নিষিদ্ধ করেছি। আমাদের এই নীতি কার্যকর আছে গোটা বিশ্বেই। কার কি রাজনৈতিক অবস্থান বা কোন দলের সঙ্গে সম্পর্ক, সেগুলো বিবেচনা না করেই আমরা এই নীতি প্রয়োগ করি।”

কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক অনুসন্ধানী রিপোর্টের পর ভারতে ফেসবুকের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়। এই বিতর্কের পটভূমিতেই আজ পার্লামেন্টারি কমিটির সামনে ফেসবুকের নির্বাহীদের তলব করা হয়েছে। ভারতে ফেসবুকের ‘হেড অব বিজনেস’ অজিত মোহান আজ ৩০ সদস্যের পার্লামেন্টারি কমিটির সামনে হাজির হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

এই কমিটিতে ভারতের সব রাজনৈতিক দলের এমপিরাই আছেন। তবে এটির প্রধান হচ্ছেন বিরোধী দল কংগ্রেসের একজন স্পষ্টভাষী এমপি শশী থারুর। পার্লামেন্টারি কমিটির শুনানি হবে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে।

সেখানে ‘নাগরিকদের অধিকারের সুরক্ষা’ এবং ‘সোশ্যাল/অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের’ ব্যাপারে ফেসবুকের নীতি নিয়ে কথাবার্তা হবে।

সূত্র : বিবিসি বাংলা।

পিরামিডের দ্বিগুণ আকারের গ্রহাণু ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে: নাসা

আবারও পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে একটি গ্রহাণু। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, মিশরের গিজার গ্রেট পিরামিডের আকারের চেয়ে দ্বিগুণ বড় এই গ্রহাণু আগামী রবিবার বাংলাদেশ সময় বিকাল চারটার দিকে পৃথিবীর ঘা ঘেঁষে চলে যাবে।

নাসা আরও জানিয়েছে, এই গ্রহাণুটির উচ্চতা প্রায় ৮৮৬ ফুট। এই গ্রহাণুর নাম ৪৬৫৮২১ (২০১০এফআর)। ১০ বছর আগে এটি প্রথম নজরে এসেছিল নাসার।

প্রসঙ্গত, পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসা গ্রহাণু-ধুমকেতুদের ‘নিয়ার-আর্থ অবজেক্ট’ বা এনইও হিসেবে চিহ্নিত করে নাসা। এই গ্রহাণুটিও সেই গোত্রে পড়ছে। এটি সূর্য থেকে ১৯.৪৫ কোটি কিমি দূরে রয়েছে।

তবে এই গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের কোনও সম্ভাবনা আছে কি না, সে প্রসঙ্গে সকলকে আশ্বস্ত করেছেন ‘সেন্টার ফর নিয়ার-আর্থ অবজেক্ট স্টাডিজ’-এর গবেষকরা। তারা জানিয়ে দিয়েছেন, ভয়ের কোনও কারণ নেই। পৃথিবীর ধার ঘেঁষে এই গ্রহাণুটি চলে যাবে। এর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের কোনওরকম সম্ভাবনা নেই।

সাধারণত এই ধরনের গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমই থাকে। তবে কখনও কখনও অন্য গ্রহের সঙ্গে মহাকর্ষীয় টানের কারণে তারা আচমকাই অনেকটা কাছে চলে আসে। তাছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে গ্রহাণুর মতো ছোট মহাজাগতিক বস্তু সূর্যের আলো শুষে উত্তপ্ত

হয়ে তাপ নির্গত করে। এর ফলেও তাদের গতিবিধিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একে ‘ইয়ার্কোভস্কি এফেক্ট’ বলে।

নাসা জানিয়েছে, এই ধরনের আগন্তুক গ্রহাণু অতীতে বহুবার পৃথিবীতে আছড়◌ে পড়েছে এবং পৃথিবীর বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রসঙ্গত, প্রাগৈতিহাসিক কালে পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করা ডাইনোসরদের অবলুপ্তির পিছনেও এই ধরনের মহাজাগতিক বস্তুর আছড়ে পড়াকে অন্যতম কারণ হিসেবে দাবি করেন বিজ্ঞানীরা। সাম্প্রতিক অতীতে বহুবারই গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষে মানব সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার নানা জল্পনা ও গুজব শোনা গিয়েছে। সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

মাস্ক পরার শর্তে এডিট বাটন আনবে টুইটার

মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটার জানিয়েছে, মহামারী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সবাই মাস্ক পরে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করলেই প্ল্যাটফরমে বহু প্রতীক্ষিত এডিট বাটন যোগ করা হবে।

বেশ কয়েকটি টুইট বার্তায় মাস্ক পরা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে জোর দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, ‘সবাই মাস্ক পরলে, আপনারা একটি এডিট বাটন পেতে পারেন’।

‘সবাই মানে সবাই’- বলছে প্রতিষ্ঠানের আরেক টুইটে।

দুর্ঘটনাবশত ভুল বানানে টুইট করে ফেললে লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য এডিট বাটনের প্রত্যাশা গ্রাহকের বহু দিনের। এর আগে প্রতিষ্ঠানপ্রধান জ্যাক ডরসি বলেছেন, ‘সম্ভবত’ এডিট বাটন কখনই আসবে না। সম্প্র্রতি ডরসি বলেন, ‘আমরা এসএমএস, টেক্সট বার্তা সেবা হিসেবে শুরু করেছি। আর আপনারা সবাই জানেন, একবার বার্তা পাঠালে আপনি আর সেটি ফেরত পাবেন না। শুরুর দিকে আমরা এ আবহ এবং

অনুভূতিই ধরে রাখতে চেয়েছি’।

এডিট বাটনের জন্য টুইটারের নতুন পরিকল্পনায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অনেক গ্রাহক। টুইট বার্তায় ডৌগ সন্ডারস নামের এক গ্রাহক বলেন, ‘ওকে, টুইটার এখন আমাকে মাস্ক না পরার একটি কারণ দিয়েছে’।

হোয়াটসঅ্যাপে কিউআর কোড, ডেস্কটপে ডার্ক মোড

হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন ফিচার প্রকাশ করেছে। ফিচারগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যানিমেটেড স্টিকার, ওয়েবের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ডার্ক মোড, কিউআর কোড, গ্রুপ ভিডিও কলের আপডেট।

মেসেজিং অ্যাপে কিছুক্ষণের জন্য অ্যানিমেটেড স্টিকারগুলো নড়াচড়া করবে। ইতিমধ্যে অ্যানিমেটেড স্টিকারের ফিচার আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে এবং শীঘ্রই ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করতে পারবে এই ফিচার।

হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য আলোচিত কিউআর কোড ফিচারের কথা ঘোষণা করেছে। এই ফিচারের সঙ্গে মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহারকারীদের একটি নতুন পরিচিতি যুক্ত করল। ফিচারটি আগামী সপ্তাহে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি ডেক্সটপ হোয়াটসঅ্যাপ মোডে নিয়ে এসেছে ডার্ক মোড ফিচার। এছাড়া হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলে একসঙ্গে আটজন কথা বলার সুযোগ তো আছেই।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

পাশ দিয়ে করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি গেলেই জানিয়ে দেবে অ্যাপ!

প্রায় আড়াই মাস আগের কথা। গত ৩০ জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাকে ‘বিশ্বব্যাপী আপৎকালীন পরিস্থিতি’ ঘোষণা করে। সে দিনই ইসরায়েল চীন থেকে সমস্ত ফ্লাইট বন্ধ করে দেয়। কয়েক দিনের মধ্যে ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যায় এশিয়ার সংক্রমিত অন্য দেশগুলোর সঙ্গেও। কিন্তু ততদিনে সংক্রমণের বীজ বপনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ইসরায়েলে প্রথম সংক্রমিতের খবর আসে ২১ ফেব্রুয়ারি। তিনি জাপান থেকে এখানে এসেছিলেন। তবে সংক্রমিতের সংখ্যা যত বেড়েছে, ইসরায়েল ততই বহির্বিশ্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে।

ইসরায়েলে যখন সংক্রমিতের সংখ্যা ৫০, তখন বিদেশ থেকে আসা সকলের জন্য ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক করা হয়। ১১ মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাকে মহামারী ঘোষণা করার পরই ইসরায়েল আরও কড়া নিয়মকানুন জারি করে এবং মার্চের মধ্যে এ সেদেশেও লকডাউনের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়।
বিভিন্ন দেশ করোনা সংক্রমণ রুখতে নানা রাস্তা বেছে নিয়েছে।

তবে লকডাউন ও পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা ছাড়া বিশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার করে এই মহামারীর মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে ইসরায়েল। কেমন সেই প্রযুক্তি?

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ইসরায়েলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাদের ওয়েবসাইটে করোনা-সংক্রমিত ব্যক্তিদের বর্তমান অবস্থা এবং গত ১৪ দিনে তাদের ভৌগোলিক অবস্থান ও গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করতে থাকে যাতে মানুষজন সচেতন হয় এবং সংক্রমণের হার কমানো সম্ভব হয়।

১৪ মার্চ ইসরায়েল সরকার ‘ট্র্যাক ভাইরাস’ নামে একটি অ্যাপের কথা ঘোষণা করে, যেটাতে সংক্রমিত ব্যক্তিদের অবস্থান দেখানো হবে। এই অ্যাপ যেকোনও ইসরায়েলি তার মোবাইল ফোনে রাখতে পারেন। অ্যাপটি ‘ইনস্টল’ করার সঙ্গে সঙ্গে ফোন ব্যবহারকারীর গতিবিধির উপরে নজর রাখা হবে। এই ব্যক্তি যদি নিজের অজান্তে কোনও সংক্রমিত ব্যক্তির

আশপাশে আসেন তা হলে তখনই তাকে সতর্ক বার্তা এবং কোয়ারেন্টাইনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে।

এই ধরনের প্রযুক্তির সাহায্যেই বিভিন্ন দেশ আততায়ীদের ফোন ট্র্যাক করে ও তাদের শ্রীঘরে পাঠায়।

এই প্রযুক্তির সাহায্যে এখানে সংক্রমিত ব্যক্তিদের ট্র্যাক করে তাদের সংক্রমণ ধরা পড়ার আগের দু’সপ্তাহ ধরে তারা যে সমস্ত মানুষের সংস্পর্শে এসেছিল তাদের খুঁজে বের করা হচ্ছে এবং তাদের কোয়ারেন্টাইনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং বিরোধীরা এই প্রযুক্তি ব্যবহারের বিরুদ্ধে সরব হলেও এটি আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য এই প্রযুক্তি যথেষ্ট কাজে দিয়েছে বলেই অনেকে মনে করছেন। ১৭ মার্চ থেকে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এর সাহায্যে এক দিনে ৪০০ জনকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। সূত্র: আনন্দবাজার

জুম ব্যবহার নিষিদ্ধ করল গুগল!

বিশ্বজুড়ে মহামারি রূপ নিয়েছে করোনাভাইরাস। লকডাউন চলছে প্রায় বিশ্বব্যাপী। বিশ্বের নানান প্রান্তের মানুষজন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের জন্য কাজে লাগাচ্ছিলেন জুম অ্যাপ্লিকেশন। এবার এই জুম অ্যাপই কর্মীদের জন্য নিষিদ্ধ করল গুগল।

এ ব্যাপারে গুগলের মুখপাত্র জোসে কাস্টানেডার জানিয়েছেন, কর্মীদের ল্যাপটপ থেকে জুমকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে তথ্য নিরাপত্তা।

তিনি বলেন, সম্প্রতি আমাদের সিকিওরিটি টিম জানিয়েছে জুম কর্পোরেট কম্পিউটারগুলোতে আর চলবে না। আমাদের অ্যাপ যেগুলো মূলত কর্মীরা ব্যবহার করেন, তাদের যে সিকিওরিটি স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে তার সঙ্গে কোনও ভাবেই মেলে না এই অ্যাপ্লিকেশন।
তিনি আরও বলেন, যদিও গুগল মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং ব্রাউজার থেকে জুম ব্যবহার করা যাবে।

করোনা চিকিৎসায় ফ্রি টেলিমেডিসিন সেবা চালুর আহবান

বর্তমান স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় ফ্রি টেলিমেডিসিন সেবা চালুর আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন। রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিউদ্দীন আহমেদ এ আহ্বান জানান।

মহিউদ্দীন আহমেদ বলেন, জনসংখ্যা অনুপাতে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা পূর্ব থেকে অপ্রতুল। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকটে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়েছে। বর্তমানে হাসপাতালগুলোতে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে ১০ গুণ বেশি রোগী আসছে।

হোম কোয়ারেন্টিন বা আইসোলেশনে থাকা রোগীরা ডাক্তারের পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সময়ে জ্বর, ঠাণ্ডা, কাশি ও ডায়রিয়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হলেও করোনায় এ সকল লক্ষণ থাকায় রোগীরা আতঙ্কিত হচ্ছেন এবং হাসপাতালে ভিড় জমাচ্ছেন।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে অনেক ডাক্তার বাইরে প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিয়েছেন। অনেক ডাক্তার করোনা থেকে বাঁচার সরঞ্জামের অভাবে নিজেরাই আতঙ্কে আছেন। পর্যাপ্ত কিটের অভাবে সবাইকে টেস্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। এ সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে প্রযুক্তি ভিত্তিক টেলিমেডিসিন সেবা।

মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন, আমাদের দেশে মোবাইল অপারেটরদের বিভিন্ন নামে টেলিমেডিসিন সেবা রয়েছে। তবে তা ব্যয়বহুল এবং অনেকের ধারণা ডাক্তার না হয়েও হয়তো বা অনেকেই টেলিমেডিসিনে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আমরা করোনার আবির্ভাবের পরপরই বিটিআরসিকে অনুরোধ করেছিলাম সংকট মোকাবেলায় অপারেটরদের নিয়ে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সেবা ও জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন অপারেটর বা কমিশন নাগরিকদের সংকটে সেভাবে পাশে দাঁড়ায়নি।

তিনি বলেন, আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, করোনার হুমকি মোকাবেলায় করোনা বিষয়ক বিশেষ ফ্রি টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হোক। যাতে জনগণ বাসায় বসেও করোনা বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ পেতে পারেন। এতে কিছুটা হলেও আতঙ্ক হ্রাস পাবে বলে আমরা মনে করি।

সুত্র-যুগান্তর